সংবাদ

তারিখ ..13.SEP..2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম .... ১.....

# শিক্ষকদের সম্পর্কে বক্তব্যে অর্থমন্ত্রীর দুঃখ প্রকাশ

- টিউশন ফি'র ওপর থেকে ভ্যাট প্রত্যাহার নয়
- এনবিআর-এর ব্যাখ্যা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

'শিক্ষকরা জ্ঞানের অভাবে আন্দোলন করছেন' বলে দেয়া বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। একই সঙ্গে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি'র ওপর কোনভাবেই ভ্যাট প্রত্যাহার করা হবে না বলেও জানান তিনি।

গতকাল সিলেট সার্কিট হাউজে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি ওই বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি'র ওপর ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে দেশব্যাপী চলমান বিক্ষোভের মুখে বিকেল ৪টায় জরুরি সংবাদ সম্মেলনটি ডাকেন অর্থমন্ত্রী। এর আগে গত মঙ্গলবার স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো নির্ধারণের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের উদ্দেশে ওই মন্তব্য করেন অর্থমন্ত্রী।

অর্থমন্ত্রী বলেন, আমার বক্তব্যে অবশ্যই শিক্ষকদের মানহানি হয়েছে। এজন্য আমি দুঃখিত। কারণ 'জ্ঞানের অভাবে' বলা আর 'যথাযথ তথ্য সম্বন্ধে অবহিত' বলার মধ্যে অনেক তফাৎ রয়েছে। তবে বিস্মিত যে তারা সরকারি সিদ্ধান্ত জানার আগেই আন্দোলনে নেমে যান। আমার এই বক্তব্য যেভাবে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তা অনভিপ্রেত ছিল এবং আমি তা প্রত্যাহার করছি। এজন্য যারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন বা দুঃখ পেয়েছেন তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ যে, ভুল বোঝাবুঝি এখানেই সমাপ্তি হোক।

ভ্যাট প্রত্যাহার বিষয়ে তিনি বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিউশন ফি'র ওপর থেকে কোনভাবেই ভ্যাট প্রত্যাহার করা হবে না, এই ভ্যাট শিক্ষার্থীদের ওপর চাপানো যাবে না। এটা দিতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে। কাজেই ভ্যাট থাকলেও টিউশিন ফি বাড়তে দেয়া যাবে না।

লিখিত বক্তব্যে তিনি উল্লেখ করেন, আমাদের শিক্ষা জগতে বেশ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে আমারই একটি বক্তব্য নিয়ে। আমার মনে হয় এই বিষয়টি নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। গত সোমবার জাতীয় বেতন ও চাকরি কমিশনের প্রতিবেদন মন্ত্রিসভায় আলোচিত শিক্ষকদের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

## শিক্ষকদের : সম্পর্কে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয় এবং বেতন-ভাতা মোটামুটি ৮২/৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সাংবাদিকরা এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করেন। আমি তাদের বলি, এই বিষয়ে কেবিনেট সচিব স্বাভাবিক নিয়মে বিবৃতি দেবেন এবং সরকারি নির্দেশনা জারি হবে। বিষয়টি জটিল ও ব্যাপক তাই সে সম্পর্কে বেশি বলা যাবে না।

সাংবাদিকরা তখন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বেতন কমিশনের সুপারিশ বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে আমার মন্তব্য চান। তখন আমি বলি, তাদের এই আন্দোলনটি অকারণে শুরু হয়েছে এবং এটা আমাকে গভীর পিড়া দেয়। এজন্য যে দেশের সবচেয়ে শিক্ষিত গোষ্ঠী একটি আন্দোলন করছেন। তারা প্রকৃত সুপারিশ এবং সর্বোপরি সরকারি সিদ্ধান্ত না জেনেই আন্দোলনে নেমে গেলেন। আমি বলতে চেয়েছিলাম, তারা আন্দোলনে চলে গেলেন যখন তারা পুরো বিষয়টি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না। তারা জানতেন না, সিদ্ধান্ত কি হচ্ছে এবং সেই অবস্থায়ই আন্দোলনে চলে গেলেন। আমার বলা উচিত ছিল, তাদের আন্দোলনটি তাদের অনবহিতের জন্য তারা সঠিক তথ্য জানতেন না।

এনবিআরের ব্যাখ্যা : বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আরোপিত ভ্যাট শিক্ষার্থীরা নয় বিশ্ববিদ্যালয়ই পরিশোধ করবে। এ জন্য শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি বাড়বে না বলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে। গতকাল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ভ্যাট আরোপের কারণ ও ভ্যাটের টাকা পরিশোধ বিষয়ে ওই ব্যাখ্যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, রাজস্ব বোর্ডের এই ব্যাখ্যা ছাত্রদের শান্ত করার জন্য। ভ্যাট যার উপরই আরোপ হোক শেষ পর্যন্ত এর ভার শিক্ষার্থীদের ওপরই পড়বে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর আরোপ হলেও তারা এটি যেকোনভাবেই শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি'র সঙ্গে সমন্বয় করবেন। তাই শিক্ষা খাতের এই ভ্যাট প্রত্যাহার করাই শিক্ষার্থীদের জন্য মঙ্গল।

এর আগে গতকাল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ৭.৫ সাত শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। গত বুধবার বেসরকারি একটি বিশ্ববিদ্যালয় এই আন্দোলন শুরু করে। গতকাল তা ছড়িয়ে পড়ে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায়। ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক আটকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের কারণে রাজধানীজুড়ে সৃষ্টি হয় ব্যাপক যানজট।

রাজস্ব বোর্ডের ব্যাখ্যায় বলা হয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বর্তমানে যে টিউশন ফি দেন তার মধ্যেই ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি বাড়ার কোন সুযোগ নেই। নতুন করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায়ের উদ্দেশ্যে ভ্যাট আরোপ করা হয়নি। ভ্যাট বাবদ অর্থ পরিশোধ করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের, কোনক্রমেই শিক্ষার্থীদের নয়।

এবিষয়ে বেসরকারি ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কাশেম হায়দার সংবাদকে বলেন, এনবিআরের এই ব্যাখ্যা ছাত্রদের শান্ত করার জন্য। সরকারের উচিত এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা। কারণ এটি শুধু অযৌক্তিকই নয় অন্যায় সিদ্ধান্তও। ভ্যাট কখনোই বিশ্ববিদ্যালয় দেয় না। এটি ছাত্রদেরই দিতে হয়। সুতরাং তারা যাই বলুক এটি শেষ পর্যন্ত ছাত্রদের টিউশন ফির সঙ্গে যোগ হবেই। সরকারের এই সিদ্ধান্ত বেসরকারি শিক্ষা খাতকে অস্থির করে তুলবে।

তিনি বলেন, দেশের সরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভ্যাট আরোপ করা হয়নি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কি দোষ করল। এক দেশে দুই নিয়ম হবে কেন? যে কাজটি সরকার করতে পারছে না তা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় করছে। লাখ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুযোগ তৈরি করেছে। শুধু তাই নয় এ খাত থেকে সরকার কোটি কোটি টাকা রাজস্বও পাচ্ছে। ইংলিশ মিডিয়ামের ওপর যে ভ্যাট আরোপ রয়েছে তা প্রত্যাহারেরও দাবি জানান আবুল কাশেম।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ভ্যাট আরোপের যৌক্তিকতা তুলে ধরে রাজস্ব বোর্ড বলছে, দেশে ২০০৬ সাল থেকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য রয়েছে। আগে ভ্যাটের অংক সাড়ে ৪ শতাংশ থাকলেও ২০১৪-১৫ থেকে সাড়ে ৭ শতাংশ করা হয়। এই হারে অভিভাবকরা ভ্যাট পরিশোধও করে আসছেন।

এনবিআর বলছে, পৃথিবীর অনেক দেশে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ভ্যাটের আওতামুক্ত নয়। মূলত নির্দিষ্ট কিছু নিয়মের ভিত্তিতে এই ভ্যাট আরোপ করা হয়। যেমন ইংল্যান্ডে বিশেষ ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য রয়েছে। এছাড়া নিউজিল্যান্ডে ১৫ শতাংশ এবং সিঙ্গাপুরে ৭ শতাংশ হারে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর ভ্যাট প্রযোজ্য রয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে প্রাথমিকভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ১০ শতাংশ ভ্যাট আরোপ করা হয়। পরবর্তীতে ছাত্রছাত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ভ্যাট হ্রাস করে ৭.৫ শতাংশ করা হয়।